স্টেন্টার মেশিনঃ

স্টেন্টার মেশিন ফেব্রিক ফিনিশিং এর একটি অংশ। স্টেন্টার মেশিনের প্রধান কাজ ফেব্রিককে শুকানো। এছাড়াও স্টেন্টার মেশিন দ্বারা ফিনিশিং এর আরও বেশ কয়েকটি কাজ করা হয়।

চিত্রঃ স্টেন্টার মেশিন

প্রকারভেদঃ

স্টেন্টার মেশিন দুই ধরনের। যথাঃ
১. ওয়েল বার্নার স্টেন্টার মেশিন
২. গ্যাস বার্নার স্টেন্টার মেশিন

স্টেন্টার মেশিনের ফাংশনঃ

- ফেব্রিকের ওয়াইডথ কন্ট্রোল করা।
- ফেব্রিকের জি.এস.এম কন্ট্রোল করা।
- রিকভারী কন্ট্রোল করা।
- ফেব্রিকের মইশচার কন্ট্রোল করা।
- ফেব্রিককে ড্রাই করে।
- ফেব্রিকে ফিনিশিং কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়।
- ফেব্রিকের ডায়া কন্ট্রোল করা।
- বোইং এবং বাইয়াস কন্ট্রোল করা।

স্টেন্টার মেশিনের প্রধান পার্টস এবং তাদের কাজঃ

১. ডাবল প্যাডার
ডাবল প্যাডারের সাহায্যে ফেব্রিককে বেশী সফট করা হয়। এক্ষেত্রে উভয় প্যাডারে সফেনার ব্যবহার করা হয়। ফেব্রিকে যদি কালারের প্রয়োজন হয় তবে কালার সফেনার ব্যবহার করা হয়।

২. টেনশন রোলারঃ
ফেব্রিকে প্রয়োজনীয় টেনশন দেয়।

৩. স্প্রেডারঃ
ফেব্রিককে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে থাকে।

৪. গাইডারঃ
ফেব্রিককে গাইড করে।

৫. ড্যান্সিং রোলারঃ
ফেব্রিককে টেনশন দেয়।
জি.এস.এম কন্ট্রোল করে।

৬. রেডিএটর
এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রুপান্তরিত করে। যেমনঃ ওয়েল স্টেন্টার মেশিন ওয়েল তথা রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রুপান্তরিত করে।

৭. ব্লোয়ার
ইহা উৎপন্ন তাপশক্তিকে ফ্যানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। ফলে গরম বাতাস ইউনিফর্মলি নজলের মাধ্যমে ফেব্রিকে পৌঁছে যায়।

৮. ক্ল্যাম্প
ক্ল্যাম্পের মাধ্যমে ফেব্রিকের ডায়া কন্ট্রোল করা হয়।

৯. প্লিভা বক্স
বাতাসের আর্দ্রতা কন্ট্রোল করা হয়।

১০. ফোল্ডিং রোলার
ফেব্রিককে ফোল্ড করে ।

১১. এয়ার কন্ডিসনিং
ইহা প্যানেলের তাপমাত্রা কমানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

আরও কিছু পার্টস রয়েছে। যথাঃ

- এক্সোস্ট ফ্যান
- সার্কুলেটিং ফ্যান
- এট্রাকশন রোলার
- নজল
- উইন্ডার
- কুলিং ড্রাম

স্টেন্টার মেশিনের প্রধান প্যারামিটারঃ

১. ডায়া
২. জি.এস.এম
৩. ওভারফিড
৪. স্পিড
৫. টেম্পারেচার
৬. ব্লোয়ার
৭. প্লিভা বক্স
৮. রেডিএটর

প্যারামিটারগুলো যেভাবে জি.এস.এম কন্ট্রোল করেঃ

১. ডায়া ↑↓ জি.এস.এম ↓↑
২. স্পিড ↑↓ জি.এস.এম ↓↑
৩. টেম্পারেচার ↑↓ জি.এস.এম ↓↑
৪. ওভারফিড ↑↓ জি.এস.এম ↑↓

ভিন্ন ভিন্ন ফেব্রিকের জন্য স্টেন্টার মেশিনের টেম্পারেচার

১. সি.ভি.সি/ পি.সি= ১২০-১৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস
২. ভিসকোস= ৯০ ডিগ্রী সেলসিয়াস
৩. পলিস্টার = ১১০-১১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস
৪. কটন
ক) হোয়াইট = ১৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস
খ) ব্ল্যাক = ১৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস

ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টের জন্য স্টেন্টার মেশিনের ওভারফিড

১. ৪০ কাউন্ট এর জন্য = ৮-১০% (+)
২. ৩৪ কাউন্ট এর জন্য = ৬-৭% (+)
৩. ৩০ কাউন্ট এর জন্য = ৫% (+)